আহ্বান

আধুনিক
মননে
আলোর
পরশ

মিজানুর রহমান আজহারি

বই সম্পর্কে

একটি স্বর্ণালি সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন কিছু সুন্দর মনের পরিশীলিত মানুষ। মানুষের মনোজগৎ ও আচরণে পরিশুদ্ধতা এলে স্বাভাবিকভাবেই তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। সমাজ হয়ে ওঠে ন্যায়-ইনসাফ ও সমৃদ্ধির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু আত্মিক পরিশুদ্ধি আকস্মিক অর্জনের কোনো বিষয় নয়। আন্তরিক নিষ্ঠা ও ধারাবাহিক অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়েই গঠিত হয় নির্মল হৃদয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-উচ্চারণ, জীবনদর্শন ও লাইফস্টাইলে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন; সেইসঙ্গে সত্যের পথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রজন্ম নির্মাণ। আর এই বিষয়গুলোরই সাবলীল উপস্থাপনা আমাদের *আহ্বান*।

নৈতিক ও নিষ্ঠাবান প্রজন্ম গঠনে মিজানুর রহমান আজহারির প্রথম সওগাত *ম্যাসেজ*। *আহ্বান* তার দ্বিতীয় কিস্তি। এই পবিত্র আহ্বানে আপনাকে স্বাগত।

প্রকাশকের কথা

বইয়ের পাতায় দুনিয়া কাঁপানো তুমুল জনপ্রিয় মানুষদের জীবনী পড়েছি। মনে ভাবনা জাগত—তাদের যদি একবার দেখতে পেতাম। প্রবীণ নাগরিকদের মুখে যখন তাদের দেখা সফল মানুষদের গল্প শুনতাম, তখন ইচ্ছে হতো সেসব সফল মানুষকে দেখার। বুঝতে চাইতাম—ঠিক কী কারণে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এত ভালোবাসে? সফল মানুষরা কীভাবে তাদের সাফল্যগাথা রচনা করে, তা জানার এক বিপুল আগ্রহ ছিল। মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার মতো কঠিন কাজ আর কী হতে পারে?

আমার সৌভাগ্য, বই নিয়ে কাজ করার সুবাদে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় দাঈ, চিন্তক ও আলোচক মিজানুর রহমান আজহারি ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। 'তুমুল জনপ্রিয়' শব্দ দুটো তাঁর নামের সাথে খুবই মানানসই, এতে হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া কারও দ্বিমত থাকার কথা না। তাঁর সাথে কাজ করে বুঝেছি, সফল মানুষরা কেন সফল হয়। শিখেছি, কীভাবে একটা কাজের পেছনে লেগে থাকতে হয়। বিনয় আর নিরহংকারের ছবক পেয়েছি সন্তর্পণে। বড়ো মানুষদের চিন্তা, দর্শন, বোধ ও আচরণ আদতেই অনেক বড়ো মানুষের মতো।

প্রকাশকের কথার শুরুতেই এসব আলাপ তোলার কারণ আছে। ব্যক্তি যখন প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন, ব্যক্তিত্বের আভা যখন কোটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন তাঁর ব্যাপারে জনপরিসরে জানানোর একটা তাগিদ থাকেই। বইয়ের জগতের একজন মানুষ হিসেবে আশ্বস্ত করছি, আপনারা এতদিন মুহতারাম আজহারির জবানিতে অমীয় সুধা পান করেছেন, এখন ধীরে ধীরে তাঁর কলমের ধার দেখতে পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কলমেও বিশেষ রহমত ঢেলে দিয়েছেন, মুহূর্তেই দারুণ করে লিখতে পারেন। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে, ভাবের বহিঃপ্রকাশে তিনি পরিণত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন। একজন কথক সহজে লিখতে পারেন না; বলা আর লেখা ভিন্ন দুটো বিষয়। কিন্তু তিনি উভয়ের মাঝে এক নতুন সেতু নির্মাণ করে চলছেন।

কেন আজহারিকে পাঠ করছে তরুণরা? আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি 'বিপুল জনপ্রিয়'। তাঁর কথা মানুষ তন্ময় হয়ে শোনেন, তাঁর কথা শোনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করেন। তাঁর নসিহা গ্রহণ করার জন্য প্রজন্মের বড়ো একটা অংশ প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। খুব সাধারণ কথামালাকে অসাধারণভাবে উপস্থাপনের এক দারুণ যোগ্যতা রাব্বুল আলামিন তাঁকে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর প্রথম বই *ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া* লাখো তরুণের হাতে পৌঁছেছে। অনেক তরুণ আমাদের মেইল করেছে, ফোন করেছে; অসংখ্য তরুণের মননে দ্বীনের ছোঁয়া লেগেছে। এর চেয়ে আনন্দের খবর, ভালো খবর আর কী হতে পারে?

আলহামদুলিল্লাহ! *আহ্বান : আধুনিক মননে আলোর পরশ* সম্মানিত লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। বলা যায় প্রথমটার সিক্যুয়াল। এই গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট আটটি বিষয়ে উম্মাহর সামনে লেখকের ভাবনা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। স্পিরিচুয়াল নসিহার পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ কিছু আলাপ সামনে এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকরা খুব সহজ ভাষায় আসমানি আলোর পরশ অনুভব করবেন, নতুন বোধের মুখোমুখি হবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আহ্বান আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার, চিরস্থায়ী মুক্তি নিশ্চিত করার।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৭ মার্চ, ২০২২

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় পূর্ণতা পায় আমাদের যাবতীয় সৎকর্ম। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি আমৃত্যু আমাদের আহ্বান করে গেছেন মহাসত্যের দিকে।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ; চেষ্টা করি শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহর বান্দাদের দ্বীনের পথে আহ্বান করতে। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে দ্বীনের বুঝ জনপরিসরে তুলে ধরার এক আসমানি তাগাদা হৃদয়ে সর্বদাই অনুভব করি। আমি আলোচনার জগতের মানুষ; কথা বলার মাঝেই স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাই। তবে এই প্রজন্মের একজন তরুণ হিসেবে মনেপ্রাণে চাই সম্ভাব্য সকল উপায়ে সত্যের পয়গাম মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। সেই তাড়না থেকেই হাতে কলম তুলে নেওয়া। প্রায় বছর খানেকের ব্যবধানে একুশে বইমেলা ২০২২-এ বাজারে আসছে আমার দ্বিতীয় বই *আহ্বান : আধুনিক মননে আলোর পরশ*। বাংলা সাহিত্যের দুনিয়ায় ছোট্ট একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে অংশ নিতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

গত কয়েক বছরে ইসলামি সাহিত্যাঙ্গনে অসাধারণ কিছু কন্টেন্ট যুক্ত হয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিরা তো বটেই, হালের তরুণরাও লিখে চলেছে অদম্য গতিতে। লাখো পাঠক ইসলামি সাহিত্য পড়ছে। নতুন প্রজন্ম দ্বীনকে জানতে চায়, খুঁজে পেতে চায় সত্যের দিশা। জ্ঞান-তৃষ্ণায় কাতর এই মুসাফিরদের হরফের পানি পান করানোর নৈতিক দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই সাহিত্যের মানুষ না হয়েও লেখালিখির দুঃসাহস করেছি। পেরেছি খুব সামান্য কিছুই।

সাহিত্যরূপ অপার দরিয়ায় দুফোঁটা পানি যুক্ত করতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম গ্রন্থ—*ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া* যেভাবে পাঠকবৃন্দ গ্রহণ করেছেন; তাতে আমি অভিভূত, বিস্মিত। সম্মানিত পাঠকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েই নতুন করে লেখার হিম্মত পেয়েছি।

সময়কে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট আটটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের ভাষ্য,

বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনাও উপস্থাপিত হয়েছে। বারবার বলে এসেছি—আমাদের বক্তৃতা, লেখালিখি কিংবা দ্বীনের যেকোনো উপস্থাপনা পদ্ধতি হওয়া উচিত সহজ-সরল, জীবনঘনিষ্ঠ। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় হয়তো উচ্চশিক্ষিত শ্রেণিকে আকৃষ্ট করা যায়, কিন্তু সাধারণ জনতার দুয়ারে পৌঁছানো যায় না। তাই ভাবনাগুলোকে বৈঠকি কথামালায় রূপ দিয়ে কিছু আহ্বান জানিয়েছি বইটিতে। বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছি—প্রকাশভঙ্গি যাতে তরুণ ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনের বোধের অতীত হয়ে না ওঠে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো টিম দুর্দান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, তাদের সকলের প্রতিই আন্তরিক মোবারকবাদ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। এই বইটিতেও কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করা হবে মোটের ওপর অন্যায্য। মানবিক দুর্বলতাপ্রসূত বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেক অথবা তথ্যগত অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আহ্বান বইটিতে মানুষের বোধ ও বিশ্বাসে উন্নয়ন, আত্মিক সমৃদ্ধি, সম্পর্কের রসায়ন এবং লাইফস্টাইলে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন নিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা রাখছি, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে, কাজ করবে সঠিক জীবনদর্শন বিনির্মাণে অনন্য সহায়িকা হিসেবে। আধুনিক মননে দ্বীনের পরশ লাগুক—এই প্রত্যাশায় স্বাগত জানাই আলোকের আহ্বানে।

মিজানুর রহমান আজহারি
১২ মার্চ, ২০২২

সূচিপত্র

কাছে আসার গল্প	১১
হেলদি লাইফস্টাইল	৩৭
দেহাবরণ	৬২
স্বপ্নকথা	৯৮
দীপ্তিময় তারুণ্য	১২৫
আল্লাহর চাদর	১৭৭
সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানারস	২০৬
শেষ ভরসা	২২৪

কাছে আসার গল্প

কখনো কি বিজন অন্ধকারে রবের পানে মুখ তুলে বলেছেন—'দয়াময় প্রভু! প্রাণাধিক ভালোবেসেছি তোমায়!'

ঝলমলে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে কখনো কি খুঁজেছেন রহমতের সুধা? অনুভব করেছেন কি কদর রাতে শান্তির সমীরণ? ভেবে দেখেছেন কি—এই যে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রকম্পিত হচ্ছে, ধমনিতে রক্ত বইছে আপন ধারায়, নিয়ম মেনে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে মস্তিষ্কের অসংখ্য সূক্ষ্ম নিউরন, আপনার প্রতিটি স্পর্শ কিংবা উপলব্ধি—সবই মহান রবের অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ! আপনার সামগ্রিক অস্তিত্বই মহান রবের অনিঃশেষ রহমত ও ভালোবাসার জ্যোতির্ময় নিদর্শন!

তিনি তো সেই রব, যিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য মুখিয়ে থাকেন; অথচ কী নির্বোধ আর হতভাগা আমরা! মহান রবের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনার ফুরসতই পাই না। লাগাতার লিপ্ত থাকি নানাবিধ পাপাচারে। এতৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের অক্সিজেন বন্ধ করে দেন না। এমনকী বন্ধ কামরায় নিভৃতে যখন গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হই, তখনও দরজার ফাঁক গলে অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। আমরা তাঁকে ভুলে থাকি হররোজ, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তিনি ভোলেন না আমাদের। আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও তিনি পরম মমতায় কাছে ডেকে বলেন—'আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসো, তোমার দিকে দুই পা এগিয়ে যাব আমি।' শেষ রাতের নিস্তব্ধতায় শান্ত-নিবিড় আবহে যে মহান প্রভু বান্দার দিকে স্নেহের বাহু

বাড়িয়ে আহ্বান করেন—'কে আছ এমন, আমার কাছে চাইবে? আমি তোমায় সব দিয়ে দেবো!' সেই রব থেকে আমরা কতই-না বিমুখ! তাঁর ক্ষমার স্বরূপ এমনই যে, আমরা অনুতাপ বা অনুশোচনায় বিলম্ব করি; কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে বিলম্ব করেন না।

কত আদরে-যতনে আমাদের সৃষ্টি করেছেন দয়াময় প্রভু! ধুলোবালি থেকে নিরাপদ রাখতে চোখের ওপর দিয়েছেন স্বয়ংক্রিয় পর্দা, ত্বককে করেছেন মসৃণ। অতিরিক্ত আলোয় যেন কষ্ট না পাই, সেজন্য চোখের ওপর দুই ভ্রু দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। নাকে যেন ধুলো না ঢোকে, সেজন্য তার ভেতরে নেটের ব্যবস্থা করেছেন ছোটো ছোটো লোম দিয়ে। পায়ের পাতা পুরু করেছেন, যেন পথ চলতে কষ্ট না হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য রিজিক হিসেবে পৃথিবীতে দিয়েছেন অসংখ্য নিয়ামত। গাছপালা, তরুলতা দিয়ে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান রাখার জন্য। সৌন্দর্যে চোখ জুড়ানোর জন্য প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন ফুলে-ফুলে। তাতে মোহনীয় সুবাসের গন্ধ দিয়েছেন। মিষ্টতায় হৃদয় ভরিয়ে দিতে রেণুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন মধুর বিন্দু। ফুলের মিলনমেলায় পাঠিয়েছেন রসিক ভ্রমর। অপরূপ দৃশ্যে ভরিয়ে তুলেছেন চারপাশ, যেন সতেজ হৃদয়ে ওঠে 'আলহামদুলিল্লাহ' গুঞ্জন, জাগরিত হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য আমাদের! যে রব সদা কাছে টানতে আগ্রহী, আমরা তাঁর থেকেই দূরে পালিয়ে বেড়াই অহর্নিশ। যিনি আমাদের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমরা তাঁর থেকেই মুখ ফিরিয়ে রাখি। শুধু তা-ই নয়; অজ্ঞতা, অবাধ্যতা, হঠকারিতা আর অহংকারের মাধ্যমে চোখের সামনে এমন এক দুর্ভেদ্য পর্দা তৈরি করে ফেলি, যা আল্লাহর নৈকট্যকেই আড়াল করে ফেলে। একপর্যায়ে ভুলেই যাই মহামহিম রবকে; ভুলে যাই সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার অনস্বীকার্য সম্পর্ক। কখনো কখনো স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসি অথবা তাঁর সমতুল্য ভাবা শুরু করি অন্য কাউকে। এতে অবাধ্যতার পর্দা কেবল পুরুই হতে থাকে। ফলে স্রষ্টার আহ্বান আর আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। বিচ্ছিন্ন হয় রবের সঙ্গে বান্দার নিবিড় যোগাযোগ।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বান্দার চূড়ান্ত সফলতা। আর রবের নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রথমেই তাঁর অবাধ্যতা থেকে সরে আসতে হবে। একই সঙ্গে বিরত থাকতে হবে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। তাঁর বিধানসমূহ পালনে হতে হবে অধিকতর যত্নশীল। অতঃপর আনুগত্যের শির নত করে আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার কৃত্রিম পর্দাকে ভেদ করতে হবে।

অনুশোচনা ও ইস্তেগফার মেশানো চোখের পানি সেচে এগিয়ে নিতে হবে নৈকট্যের তরণি।

রবের নৈকট্যলাভের পথ

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সফলকাম ব্যক্তিরাই হবেন বিচার দিনে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের অভিহিত করেছেন সাবিকুন বা অগ্রগামী বলে। তিনি বলেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ-

'আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামী-ই। তাঁরাই নৈকট্যলাভকারী।' (সূরা ওয়াকিয়া : ১০-১১)

হাশরের মাঠে যখন মানুষ 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' বলে বিলাপ করতে থাকবে, নিজের আমলনামা দেখে কঠিন পরিণামের ভয়ে বুক চাপড়াবে, পিপাসায় কাতর হয়ে আর্তচিৎকার দেবে পানি পানি বলে, তখন এই সাবিকুন তথা অগ্রগামীরা থাকবেন পরম নিশ্চিন্তে আরশের ছায়াতলে। তাঁদের জন্য প্রস্তুত থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তাঁরা মণিমুক্তা খচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবেন। সামনে উপবিষ্ট থাকবে ডাগর ডাগর চোখের অধিকারী অপূর্ব মোহনীয় রূপসি হুর! যেন তাঁরা লুকিয়ে রাখা কোনো দুষ্প্রাপ্য মুক্তো। আতিথেয়তার জন্য তাঁদের চারপাশে প্রজাপতির মতো বিচরণ করবে সুশ্রী বালকের দল! সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে আকর্ষণীয় পাত্রে তাঁরা পরিবেশন করবে সুমিষ্ট শরাব; যাতে না থাকবে মত্ততা, না আসবে কোনো ঘোর!

জান্নাতিদের জন্য আয়োজন করা হবে এক জাঁকালো মহোৎসব! সেই উদ্‌যাপনে অংশ নেওয়াই হবে মানব জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা! অপরদিকে এই মহা আয়োজনে যারা আমন্ত্রিত হবে না, তাদের মতো দুর্ভাগা আর কে আছে! জীবনের সকল পাওয়া যে সেদিনেই পূর্ণ হবে! চক্ষু শীতল হবে, তৃপ্ত হবে তৃষিত হৃদয়। সেদিন সমস্ত পর্দা উঠে যাবে, উবে যাবে সমস্ত উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা। আকাশ ও জমিনে বইবে শুধুই প্রশান্তির মোলায়েম বাতাস! সেদিন সময় থমকে যাবে, আটকে যাবে চোখের পলক। চারিদিকে বিরাজ করবে মহা মোলাকাতের আমেজ!

কারণ, সেদিন যে দেখা দেবেন আমাদের অস্তিত্বের কারিগর, আমাদের একান্ত আপনজন, সর্বোত্তম অভিভাবক, মমতার আধার, অনুগ্রহের উৎস, মহামহিম রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা! বান্দাকে দর্শন দিতে তিনি নিজের পবিত্র চেহারার রওশনকে সেদিন উন্মুক্ত করবেন! যে স্রষ্টাকে কোনোদিন দেখিনি, শুধু অনুভব করেছি হৃদয়ের গহিন তলে! যাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কখনো কোনো সন্দেহ ঠাঁই দিইনি মনে; বরং শত কুমন্ত্রণা সত্ত্বেও যাঁকে বিশ্বাস করেছি একনিষ্ঠ চিত্তে! যাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অপেক্ষায় থেকেছি এতকাল! সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজতক ভোগ করে চলেছি যাঁর অনুগ্রহ! যিনি কঠিন মুসিবতে যাবতীয় বিপর্যয় থেকে দিয়েছেন পরিত্রাণ, বিচারের কঠিন দিনে যে রব আমাদের মুক্তির একমাত্র সহায়, বিশ্বাসের প্রতিদানে রহমতের পালক মেলে যেই মহান সত্তা আমাদের স্থান দিয়েছেন অনাবিল সুখের ঠিকানা জান্নাতে, সেই অবিনশ্বর প্রভু তাশরিফ আনবেন তাঁর নগণ্য বান্দাদের সামনে!

এ যে মহাসৌভাগ্য! পরম পাওয়া! বান্দার প্রতি স্রষ্টা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার! রবের পবিত্র নুরের ঝলকে সেদিন বান্দার পলক থমকে যাবে। একাগ্র মনোযোগে স্রষ্টার পানে তাকিয়ে কেটে যাবে কত শত কাল! দৃষ্টি দিয়েছেন যে রব, পলক মেলে তাঁকেই দেখবে চোখ। এ যে সৃষ্টির চূড়ান্ত সার্থকতা! বর্ণনাতীত সাফল্য! সেদিন মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর আদরের বান্দাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কুরআনের অমিয় বাণী। আর পরম প্রভুর অকল্পনীয় মধুর ধ্বনিতে সিক্ত হবে মানব হৃদয়!

পরজগতের সেই মহা আনন্দোৎসবে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য প্রধান যোগ্যতা হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন! আর তার জন্য অপরিহার্য পাথেয় হলো—

১. আল্লাহর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা

২. তাঁর নৈকট্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

৩. তাঁর পথনির্দেশ অনুসরণ এবং

৪. ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ যেকোনো ত্যাগ স্বীকার ও পরীক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বান্দাকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। আর প্রতিটি ধাপেই ভেদ করতে হয় অবাধ্যতার পর্দা। এভাবে ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে বান্দা আস্তে আস্তে রবের নৈকট্যের দিকে এগিয়ে যায়।

আর রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজেকে করে তোলে অধিকতর প্রস্তুত ও পরিপাটি। সেই ধাপগুলো হলো—

নৈকট্যের সূচনা : স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক চিরন্তন। এই সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হওয়ার নয়। তিনিই আমাদের পরম আদরে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, শত অবাধ্যতা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে ঢেলে দিচ্ছেন অনুগ্রহের বারিধারা। তিনি বলেন—

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

'আর আমার রহমত সকল কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক একপাক্ষিক, যেখানে মনিব শুধু দিয়েই যাচ্ছেন আর বান্দা অবিরাম ভোগে মত্ত। কিন্তু এটি কারও অজানা নয় যে, একপাক্ষিক আগ্রহে সম্পর্ক কখনোই জমে ওঠে না। এতে মনিবের সন্তুষ্টি কিংবা নৈকট্য অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। শোকরহীন এমন একতরফা ভোগকে বলে অকৃতজ্ঞতা। আর অকৃতজ্ঞতার পেয়ালা হাতে মালিকের গভীর সম্পর্কের আবেহায়াত পান কী করে সম্ভব! সুতরাং ভালোবাসা হতে হবে উভয়পাক্ষিক। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه-

'আল্লাহ তাঁদের ভালোবাসেন, তাঁরাও আল্লাহকে ভালোবাসে।' (সূরা মায়েদা : ৫৪)

বান্দা যখন আল্লাহর রঙে রঙিন হতে চায়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং প্রস্তুত থাকে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের জন্য, তখন পরম করুণাময় রব এই ভালোবাসার স্বীকৃতস্বরূপ নিজের নৈকট্যের দুয়ার খুলে দেন।

আল্লাহর নৈকট্যের সূচনা হয় তাঁর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে। এই ঈমান বা বিশ্বাস তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথমে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি যাবতীয় অংশীদারত্ব থেকে মুক্ত একক ও সয়ম্ভূ সত্তা। ভালো-মন্দের মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনিই আমাদের প্রতিপালন করেন, রিজিক বণ্টন করেন, বিধান দেওয়ার কর্তৃত্বও তাঁর হাতে। সবশেষে আমরা সবাই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও মনোনীত রাসূল। এই বিশ্বাসসমূহের মৌখিক ঘোষণা এবং সর্বশেষ তা কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমানের শর্ত পূরণ হয়।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আমলে পরিণত করার জন্য রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথে হাঁটতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করতে হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। তিনি যেভাবে যা কিছু করেছেন, করতে বলেছেন, সেভাবেই তা সম্পন্ন করতে হবে। এটাই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَيَغۡفِرۡ لَـكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ‌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ-

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার নবির অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্যের ঘোষণাদানের মধ্য দিয়েই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। এরপর শুরু হয় মূল যাত্রা। এই যাত্রায় আস্তে আস্তে নিজেকে ভাঙতে হয় এবং নতুন করে গড়তে হয় রবের দেওয়া ছাঁচে। বাধ্য হয়ে কিংবা লোকদেখানোর জন্য নয়; ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়া চলে সহজাত ভঙ্গিমায়। সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার স্রষ্টার দিকে—রবের জন্য এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!

নৈকট্যের অগ্রযাত্রা : আল্লাহর নৈকট্যলাভের যাত্রা শুরু হয় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। কেননা, তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করে। মানব সৃষ্টির সূচনাকালে তিনি ফেরেশতাদের বলেছিলেন—

وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓـئِكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ خَلِيۡفَةً-

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।' (সূরা বাকারা : ৩০)

মালিকের নির্দেশের বাইরে প্রতিনিধির নিজস্ব বলতে কিছুই থাকে না। তার প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত হয় মালিকের নির্দেশনার আলোকে। তাই প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর হুকুম-আহকাম পুরোপুরি মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হুকুম হলো—মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া